কালের কণ্ঠ

তারিখ ১৭ SEP ২০১৭
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বখাটে নয়, ছাত্রীকে সাজা
একজনের আত্মহত্যা

প্রভাবশালী শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেই!

পিরোজপুর প্রতিনিধি ▷

পিরোজপুরের তেজদাসকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বখাটেকে সাজা না দিয়ে চার ছাত্রীকে ছাড়পত্র দেওয়ার ঘটনায় চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। এক ছাত্রী অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করায় এমন ঘটনা মেনে নিতে পারছে না কেউই। স্থানীয়রা বলছে, ছাত্রীর মৃত্যুর জন্য শাস্তি দেওয়া ওই প্রধান শিক্ষক দায়ী। এই দায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। অথচ রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা শিক্ষক জয়নুল আবেদীন বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এদিকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ময়ূরীর বাড়িতে চলছে শোকের মাতম। নানা-নানি এবং মা অঝোরে বিলাপ করছেন। বাকি তিন ছাত্রীর পড়াশোনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যার কারণে এত কিছু সেই বখাটে আরিফ পলাতক রয়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক এবং বখাটে—কারো বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ঘটনা নিয়ে পুলিশের রয়েছে গাছাড়া ভাব। এ নিয়ে ভুক্তভোগী পরিবারসহ স্থানীয় মহলে ক্ষোভ বিরাজ করছে। তারা এ ঘটনায় বিচার দাবি করেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, এলাকার বখাটে আরিফ স্কুল চলাকালে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করত। নিহত ছাত্রী ময়ূরীকে নানাভাবে যৌন হয়রানি করে আসছিল সে। এ ঘটনা জানার পর বৃহস্পতিবার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ক্ষিপ্ত হয়ে বখাটেকে কিছু না বলে ময়ূরীসহ তার তিন সহপাঠীকে ছাড়পত্র দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেন। অপমান সইতে না পেরে সপ্তম শ্রেণিতে পড়া ময়ূরী বৃহস্পতিবার রাতে আত্মহত্যা করে। শুক্রবার লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়ূরীর মা-বাবা অন্যত্র বিয়ে করার পর থেকে সে নানির কাছে থেকে লেখাপড়া করত।

এ ব্যাপারে তেজদাসকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ইমরান আলম খান হারুন বলেন, 'প্রধান শিক্ষক আমাকে না জানিয়েই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি জানলে কিছুতেই এ কাজ করতে দিতাম না। প্রধান শিক্ষক কিছু রাজনীতিবিদের ছত্রচ্ছায়ায় খেয়ালখুশিমতো কাজ করেন।'

এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি (তদন্ত) মো. হাসনাইন পারভেজ জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বিষয়টি প্রেমঘটিত। বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্রের ব্যাপারে কোনো প্রমাণপত্র পাইনি। তবে তদন্তের পর এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলা যাবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
পরিসংখ্যান বিভাগ
এল.পি বিভাগ
এনালিস্ট
ম্যানেজার
কর্মকর্তা
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর